বাজেটে পনেরো কোটি, কেন্দ্রীয়

সংস্থা হওয়ার দিকে এগোল বেসু

নিজস্ব প্রতিবেদন

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সি টি (বেসু)-র কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিল এ বারের কেন্দ্রীয় বাজেট। ওই রূপান্তর পর্বে র জন্য আগামী আর্থি ক বছরে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী প্রণব মু খোপাধ্যায়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের আনু ষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও বাকি। কিন্তু বেসু -কে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইইএসটি) করার জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার বিষয়টি সেই ঘোষণাকে ত্বরান্বিত করবে বলে রাজ্যের শিক্ষা-প্রশাসকদের আশা। তিনি নিজেও যে এতে খু শি, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী সোমবার কলকাতায় তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যত তাড়াতাড়ি এটা হয়, ততই ভাল। আমি তো এ বছরের জন্য টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছি। আমি চাই, এ বছরেই চালু হোক।"

ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু ১৮৫৬ সালে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে। পরে সেটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। ১৯৯৩ সালে ওই প্রতিষ্ঠান ডিমড বিশ্ববিদ্যালয় হয়। ২০০৪-এ সেটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করে রাজ্য সরকার। নতু ন নামকরণও হয় তখনই।

২০০৪ সালে কেন্দ্রে এনডিএ সরকারের আমলে জোশী কমিটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেসু -কেও আইআইটি-র মর্যা দায় উন্নীত করার সু পারিশ করে। ২০০৫ সালে প্রথম ইউপিএ সরকারের আমলে গঠিত হয় আনন্দকৃ ষ্ণন কমিটি এবং তাদের সু পারিশ অনু যায়ী ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আইআইইএসটি করার পরি কল্পনা হয়। আনন্দকৃ ষ্ণন কমিটি প্রকল্প-ব্যয় ধরেছিল ৫৩২ কোটি টাকা। রাজ্যের কাছে প্রস্তাব আসে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। প্রাথমিক ভাবে এই প্রস্তাবে রাজ্য ততটা সাড়া দেয়নি। কিন্তু সপ্তম বামফ্রন্টের আমলে রাজ্য সরকারের মনোভাব বদলায়। তবে তারা শর্ত দেয়, পরিচালন সমিতিতে রাজ্যের প্রতিনিধি রাখতে হবে এবং মোট আসনের ৫০ শতাংশে রাজ্যের ছাত্র ভর্তি করতে হবে। শর্ত গুলি মেনেও নেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

ধাপে ধাপে রূপান্তর

১৮৫৬ বি ই কলেজের জন্ম।

১৯৯৩ ডিম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়।

২০০৪ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর।

২০০৪ আইআইটি করতে জোশী কমিটির সুপারিশ।

২০০৬ আইআইইএসটি করার প্রস্তাব কেন্দ্রের নয়া কমিটির।

২০০৭ প্রস্তাব গৃহীত। সম্পত্তি হস্তান্তরে নির্দেশ কেন্দ্রের।

২০০৮ ছাত্র-বিক্ষোভ। শিক্ষকেরাও সামিল।

২০০৯ রাজ্যকে কেন্দ্রের চিঠি। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর স্থগিত।

২০০৯ কেন্দ্রকে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি।

২০১০ কেন্দ্রীয় অর্থ ব্যয় কমিটির খসড়া রিপোর্ট ।

২০১০ আইআইইএসটি করতে বাজেটে বরাদ্দ ১৫ কোটি।

২০০৭ সালে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে বেসু-র সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে বলে কেন্দ্র। কিন্তু তার পরে বড় ধরনের ছাত্র-সংঘর্ষ হয় বেসু-তে। লাগাতার বিক্ষোভ, পরীক্ষা বয়কট চলে। শিক্ষকেরাও বিক্ষোভে সামিল হন। তার রেশ ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চত্বর ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার রাজপথেও। সংবাদের শিরোনামে আসে বেসু-র লজ্জা। তারই জেরে বেসু-কে আইআইইএসটি করার পরিকল্পনা স্থগিত করে দেয় কেন্দ্র। জানিয়ে দেয়, ক্যাম্পাসের পরিবেশ অনুকূল না-হলে এই ব্যাপারে তারা আর ভাবনাচিন্তা করবে না।

এর পরে রাজ্য সরকার এবং বেসু-কর্তৃপক্ষ চাইলেও দীর্ঘ দিন এই নিয়ে উৎসাহ দেখায়নি কেন্দ্র। তবে তবে বেসু-কর্তৃপক্ষ উৎসাহ হারাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অজয় রায় জানান, ঠিক এক বছর আগে তিনি যখন এই নিয়ে দিল্লিতে দরবার করেন, তখনও এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে কেন্দ্রের বিরূপ মনোভাব ছিল। পরে অবশ্য বেসু-কর্তৃপক্ষের অজান্তেই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিতে শুরু করে কেন্দ্র।

এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর ভূমিকা যে খুবই ইতিবাচক ছিল, এ দিন উপাচার্য বিশেষ ভাবে তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "বাজেটের দু'দিন আগে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রণববাবু এই ব্যাপারে কথা শোনার জন্য আধ ঘণ্টা সময় দিয়েছেন।" এ দিন প্রণববাবু অবশ্য বলেন, "এটা তো হয়েই ছিল। আশা করি, এতে ভালই হবে।"

রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী বলেন, "কয়েক মাস ধরেই পরিস্থিতি বেশ অনুকূল মনে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার যে সবুজ সঙ্কেত দিচ্ছে, এটা আশার কথা।" তবে সুদর্শনবাবু মনে

করেন, কেন্দ্র প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কড়া মনোভাব দেখিয়েছিল। কারণ, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসেই ওই ধরনের অসন্তোষ দেখা যায় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর কারণ শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

কিন্তু বেসু আইআইইএসটি হলে আখেরে কী হবে?

উপাচার্য জানান, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হলে এখানে চালু হবে ইন্টিগ্রেটেড এম টেক। তৈরি হবে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগার। বিদেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা অনেক সহজ হবে। এ-সবের সদর্থক প্রভাব পড়বে পঠনপাঠনে। এখন বেসু-তে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। রূপান্তরের পরে তা হবে পাঁচ হাজার। এর অর্ধেকই হবে রাজ্যের।